বাঙ্গালীর হাসির গল্প

জসীম উদদীন

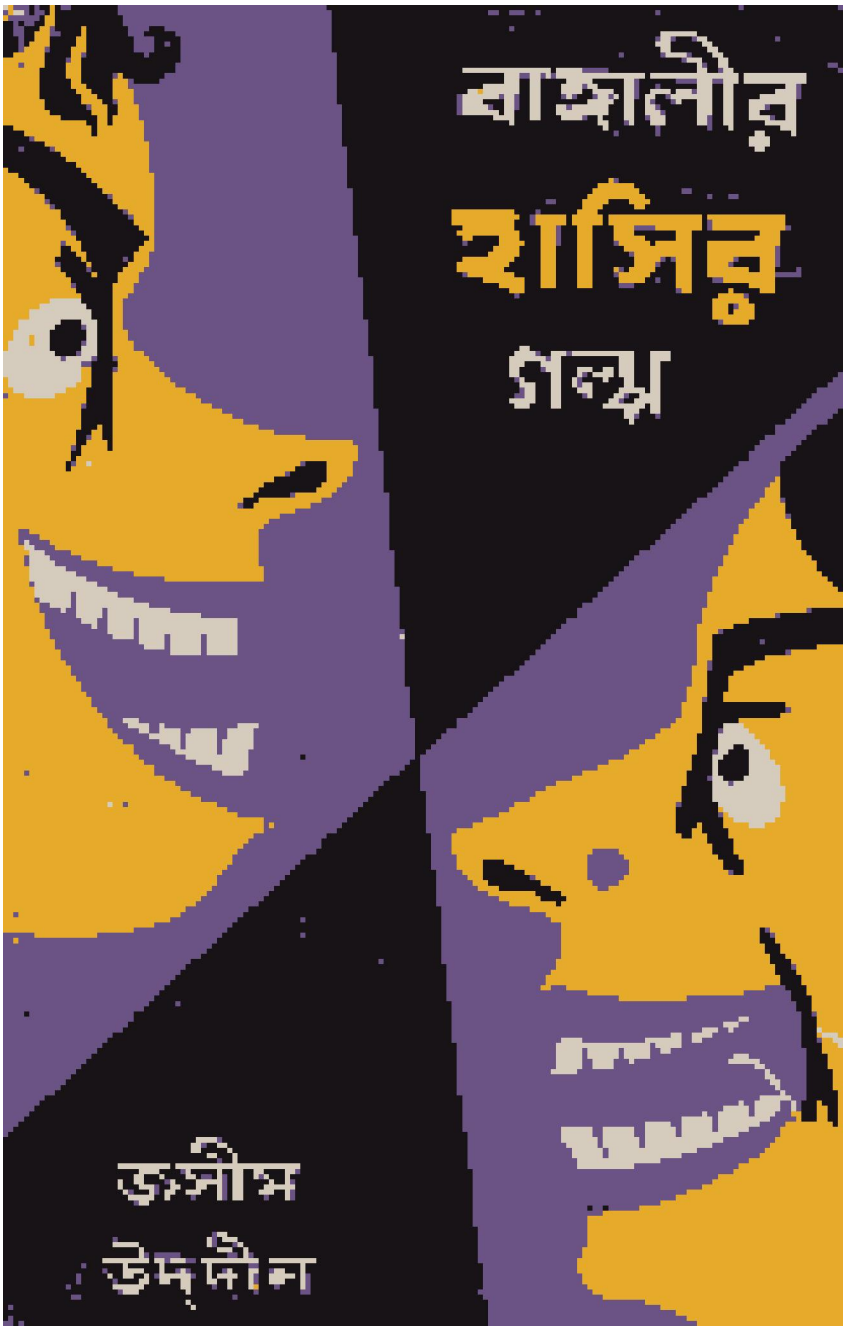

সূচীপত্র

১. আটকলা
২. বোকা সাথী
৩. নবাব সাহেবের দুর্গাপূজা দর্শন
৪. অনুস্বার বিসর্গ
৫. টিপ টিপানী

বইটি অসমাপ্ত, বাকি গল্প গুলো শীঘ্রই যোগ করা হবে

বাংলা বই ডাউনলোডের জন্য ক্লিক করুন
www.banglabooks.tk

আঁট কলা

রহিম শেখ বড়ই রাগী মানুষ। কোন কাজে একটু এদিক-ওদিক হইলেই সে তার বউকে ধরিয়া বেদম মারে। রোজ তাদের বাড়িতে মারামারি লাগিয়াই আছে। সেদিনের একটি ঘটনা বলিতেছি।

বউ সকালে সকালে উঠিয়া ঘর-দোর ঝাঁট দিতেছে, রহিম ঘুম হইতে উঠিয়া বলিল, "আমার হুঁকায় পানি ভরিয়াছ?" বউ বলিল, "তুমি তো ঘুমাইতেছিলে, তাই হুঁকায় পানি ভরি নাই। এই এখনই ভরিয়া দিতেছি।" রহিম চোখ গরম করিয়া বলিল, "এত বেলা হইয়াছে, তবু হুঁকায় পানি ভর নাই। দাঁড়াও, দেখাইতেছি তোমায় মজাটা।" এই বলিয়া সে যখন বউকে মারিতে উঠিয়াছে, বউ বলিল, "দেখ যখন তখন তুমি আমাকে মার-ধর কর, আমি কিছুই বলি না। জান আমরা মেয়ে জাত? আটকলা হেকমত আমাদের মনে মনে। ফের যদি মার তবে আটকলা দেখাইয়া দিব।"

এই কথা শুনিয়া রহিম শেখের রাগ আরও বাড়িয়া গেল। সে একটা লাঠি লইয়া বউকে মারিতে মারিতে বলিল, "ওরে শয়তানী, দেখা দেখি তোর আটকলা কেমন? তুই কি ভাবিয়াছিস্ আমি তোর আটকলাকে ডরাই?"

বহুক্ষণ বউকে মারিয়া রহিম মাঠের কাজ করিতে বাহির হইয়া গেল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া বউ মনে মনে একটি মতলব আঁটিল। বউ-সোয়ামীর ঝগড়া সহজেই মিটিয়া যায়। দুপুরে রহিম

www.banglabooks.tk

বাঙ্গালীর হাসির গল্প- জসীম উদ্‌দীন

বাড়ি আসিলে বউ রহিমের কাছে জানিয়া লইল, কাল সে কোন্ ক্ষেতে হাল বাহিবে। বিকাল হইলে বউ বাড়ির কাছের এক জেলেকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল? "জেলে ভাই! কাল ভোর হওয়ার কিছু আগে তুমি আমাকে একটি তাজা শোলমাছ আনিয়া দিবে। আমি তোমাকে এক টাকা আগাম দিলাম। আরও যদি লাগে তাও দিব। শেষ রাতে আমি জাগিয়া খিরকির দরজার সামনে দাঁড়াইয়া থাকিব। তখন তুমি গোপনে শোলমাছ আমাকে দিয়া যাইবে।"

পাড়াগাঁয়ে একটি শোলমাছের দাম বড় জোড় আট আনা। এক টাকা পাইয়া জেলে মনের খুশীতে বাড়ি ফিরিল। সে এ-পুকুরে জাল ফেলে ও-পুকুরে জাল ফেলে। কত টেংরা, পুঁটি, পাবদা মাছ জালে আটকায়; কিন্তু শোলমাছ আর আটকায় না। রাত যখন শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন সত্য সত্যই একটি শোলমাছ তাহার জালে ধরা পড়িল। তাড়াতাড়ি মনের খুশীতে সে মাছটি লইয়া রহিম শেখের বাড়ির খিড়কি-দরজায় আসিল। বউ ত আগেই সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাছটি লইয়া বউ তাড়াতাড়ি যে খেতে রহিম আজ লাঙল বাহিবে সেখানে পুঁতিয়া রাখিয়া আসিল।

সকাল হইলে রহিম খেতে আসিয়া লাঙল জুড়িল। সে এদিক হইতে লাঙল কাড়ি দিয়া ওদিকে যায়, ওদিক হইতে এদিকে আসে। হঠাৎ তাহার লাঙলের তলা হইতে একটি শোলমাছ লাফাইয়া উঠিল। রহিম আশ্চর্য হইয়া মাছটি ধরিয়া লইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তারপর বউকে বলিল, "লাঙলের তলায় এই তাজা শোলমাছটি পাইলাম। খোদার কি কুদরত! এই মাছের কিছুটা ভাজা করিবে, আর কিছুটা তরকারি করিবে। অনেকদিন মাছ ভাত খাই না। আজ পেট ভরিয়া মাছ ভাত খাইব।"

এই বলিয়া রহিম ক্ষেতের কাজে চলিয়া গেল। দুপুর হইতে না হইতেই বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সে বউ-এর কাছে খাইতে চাহিল। বউ একথালা ভাত আর কয়েকটা মরিচ পোড়া আনিয়া তাহার সামনে ধরিল।

একে ত ক্ষুধায় তাহার শরীরে আগুন উঠিয়াছে, তাহার উপর এই মরিচ পোড়া আর ভাত দেখিয়া রহিমের মাথায় খুন চাপিয়া গেল। সে চোখ গরম করিয়া বলিল, "সেই শোলমাছ কি করিয়াছিস্ শীগ্‌গীর বল?" বউ যেন আকাশ হইতে পড়িল, এমনি ভাব দেখাইয়া বলিল, "কই, মাছ কোথায়? তুমি কি আজ বাজার হইতে মাছ কিনিয়াছ?"

রহিম বলিল, "কেন, আমি যে আজ ইটা ক্ষেত হইতে শোল-মাছটা ধরিয়া আনিলাম।" বউ উত্তর করিল, "বল কি? ইটা ক্ষেতে কেহ কখনো শোলমাছ ধরিতে পারে? কখন তুমি আমাকে শোলমাছ আনিয়া দিলে? তোমার কি মাথা খারাপ হইয়াছে?"

তখন রহিমের মাথার রাগের আগুন দাউ দাউ করিতেছে। সে চিৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে শয়তানী! এমন মাছটা তুই নিজে রাঁধিয়া খাইয়া আমার জন্য রাখিয়াছিস্ মরিচ-পোড়া আর ভাত! দেখাই তোর মজাটা।" এই বলিয়া রহিম বউকে বেদম প্রহার করিতে লাগিল। বউ চিৎকার করিয়া সমস্ত পাড়ার লোক জড় করিয়া ফেলিল, "ওরে তোমরা দেখরে, আমার সোয়ামী পাগল হইয়াছে, আমাকে মারিয়া ফেলিল।"

বউ-এর চিৎকার শুনিয়া এ পাড়া ও পাড়া হইতে বহুলোক আসিয়া জড় হইল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা এত চেঁচামেচি করিতেছ কেন?" তোমাদের কি হইয়াছে? রহিম বলিল, "দেখ ভাই সকলরা! আজ আমি একটা তাজা শোলমাছ

বাঙ্গালীর হাসির গল্প- জসীম উদ্‌দীন

বলিয়া আনিয়া বউকে দিলাম পাক করিতে। এই রাক্ষসী সেটা নিজেই খাইয়া ফেলিয়াছে। আর আমার থালায় রাখিয়াছে এই মরিচ-পোড়া আর ভাত। আপনারাই বিচার করেন এখন বউ-এর কি শাস্তি হইতে পারে?"

বউ তখন হাত জোড় করিয়া বলিল, "দোহাই আপনাদের সকলের। আপনারা ভাল মত পরীক্ষা করিয়া দেখেন আমার সোয়ামীর মাথা খারাপ হইয়া সে যা'তা' বলিতেছে কিনা? ওর কাছে আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, ও কোথা হইতে মাছ আনিল, আর কখন আনিল?"

রহিম বলিল, "আজ সকালে আমি ঐ ইটাক্ষেতে যখন লাঙল দিতেছিলাম তখন একটি এত বড় শোলমাছ আমার লাঙলের তলে লাফাইয়া উঠিয়াছিল। সেইটি ধরিয়া আনিয়া বউকে পাক করিতে দিয়াছিলাম।"

বউ পাড়ার সবাইকে বলিল, "আপনারা সবাই বলুন, শুকনা মাঠে তাজা শোলমাছ কেমন করিয়া আসিবে? আমার সোয়ামী পাগল না হইলে এমন কথা বলিতে পারে?"

গাঁয়ের লোকেরা সকলেই বলাবলি করিল, "রহিম শেখের ইটাক্ষেতের ধারে-পাশে কোন ইঁদারা-পুকুর নাই। সেখানে শোলমাছ আসিবে কোথা হইতে? রহিম পাগল হইয়াছে।" তখন তাহারা পরামিশ করিয়া রহিমকে দড়ি দিয়া বাঁধিতে গেল। সে যখন বাধা দিতেছিল, সকলে তখন তাহাকে কিল-থাপর মারিতেছিল। একজন বলিল, "পানিতে চুবাইলে পাগলের পাগলামী সারে। চল ভাই, একে পুকুরে লইয়া গিয়া কিছুটা চুবাইয়া আনি।" যেই কথা সেই কাজ। সকলে ধরিয়া রহিমকে পুকুরে লইয়া গিয়া চুবাইতে

লাগিল। রহিম বাঁধা দিল। কার বাধা কে মানে। সে যতই বাধা দেয়, তাহারা তাকে ততই চুবায়। চুবাইতে চুবাইতে আধমরা করিয়া রহিমকে তাহারা ঘরে লইয়া আসিল।

রহিম রাগে শোবাইতে লাগিল। তখন একজন বলিল, "উহাকে

আজই পাগলা গারদে লইয়া যাও। নতুবা রাগের মাথায় কাকে খুন করিয়া ফেলে বলা যায় না।"

রহিমের বউ বলিল, "আপনারা আজকের মত ওকে ঘরের খামের সাথে বাঁধিয়া রাখিয়া যান। কাল যদি না সারে পাগলা গারদে লইয়া যাইবেন।"

গাঁয়ের লোকেরা তাহাই করিল। রহিমকে ঘরের একটি খামের সাথে কষিয়া বাঁধিয়া যে যার বাড়ি চলিয়া গেল।

সবলোক চলিয়া গেলে বউ রহিমের হাতের-পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে মাছ ভাতের থালা আনিয়া তাহার সামনে ধরিল। গরম গরম পাক করা মাছের তরকারির গন্ধ সারাদিনের না খাওয়া রহিমের নাকে আসিয়া লাগিল। সে মাথা নীচু করিয়া ভাত খাইতে শুরু করিল। পাখার বাতাস করিতে করিতে বউ বলিল, "দেখ, আমরা মেয়েজাত, আটকলা বিদ্যা জানি; তার-ই এককলা আজ তোমাকে দেখাইলাম। তাতেই এত কাণ্ড। আর বাকী সাতকলা দেখাইলে কি যে হইত বুঝিতেই পার।"

রহিম বলিল, "দোহাই তোমার আর সাতকলার ভয় দেখাইও না। এই আমি কছম কাটিলাম। এখন হইতে আর যদি তোমার গায়ে হাত তুলি তখন যাহা হয় করিও।"

---

www.banglabooks.tk

বোকা সাথী

এক নাপিত। তার সঙ্গে এক তাঁতীর খুব ভাব। নাপিত লোককে কামাইয়া বেশী পয়সা উপার্জন করিতে পারে না। তাঁতী কাপড় বুনিয়া বেশী লাভ করিতে পারে না। দুই জনেরই খুব টানাটানি। আর টানাটানি বলিয়া কাহারও বউ কাহাকে দেখিতে পারে না। এটা কিনিয়া আন নাই, ওটা কিনিয়া আন নাই বলিয়া বউরা দিনরাতই কেবল মিটির মিটির করে। কাঁহাতক আর ইহা সহ্য করা যায়।

একদিন তাঁতী যাইয়া নাপিতকে বলিল, "বউ এর জ্বালায় আর ত বাড়িতে টিকিতে পারি না।"

নাপিত জবাব দিল, "ভাইরে। আমারও সেই কথা। দেখনা আজ পিছার বাড়ি দিয়া আমার পিঠের ছাল আর রাখে নাই।"

তাঁতী জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা ভাই, ইহার কোন বিহিত করা যায় না?"

নাপিত বলে, "চল ভাই, আমরা দেশ ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া যাই। সেখানে বউরা আমাদের খুঁজিয়াও পাইবে না; আর জ্বালাতন ও করিতে পারিবে না।"

সত্যি সত্যিই একদিন তাহারা দেশ ছাড়িয়া পালাইয়া চলিল।

এদেশ ছাড়াইয়া ওদেশ ছাড়াইয়া যাইতে যাইতে তাহারা এক বিজন বন-জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। এমন সময় হালুম হালুম

www.banglabooks.tk

করিয়া এক বাঘ আসিয়া তাদের সামনে খাড়া। ভয়ে তাঁতী ত ঠির ঠির করিয়া কাঁপিতেছে।

নাপিত তাড়াতাড়ি তার ঝুলি হইতে একখানা আয়না বাহির করিয়া বাঘের মুখের সামনে ধরিয়া বলিল, "এই বাঘটা ত আগেই ধরিয়াছি। তাঁতী! তুই দড়ি বাহির কর—সামনের বাঘটাকেও বাঁধিয়া ফেলি।"

বাঘ আয়নার মধ্যে তার নিজের ছবি দেখিয়া ভাবিল, "এরা না জানি কত বড় পালোয়ান। একটা বাঘকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আবার আমাকেও বাঁধিয়া রাখিতে দড়ি বাহির করিতেছে।" এই না ভাবিয়া বাঘ লেজ উঠাইয়া দে চম্পট।

তাঁতী তখনও ঠির ঠির করিয়া কাঁপিতেছে। বনের মধ্যে আঁধার করিয়া রাত আসিল। ধারে কাছে কোন ঘর বাড়ি নাই। সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে বাঘের পেটে যাইতে হইবে। সামনে ছিল একটা বড় গাছ। দুইজনে যুক্তি করিয়া সেই গাছে উঠিয়া পড়িল।

এদিকে হইয়াছে কি? সেই যে বাঘ ভয় পাইয়া পালাইয়া গিয়াছিল, সে যাইয়া আর বাঘদের বলিল, "ওমুক গাছের তলায় দুইজন পালোয়ান আসিয়াছে। তাহারা একটা বাঘকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আমাকেও বাঁধিতে দড়ি বাহির করিতেছিল। এই অবসরে আমি পালাইয়া আসিয়াছি। তোমরা কেহ ওপথ দিয়া যাইও না।"

বাঘের মধ্যে যে মোড়ল—সেই জাঁদরেল বাঘ বলিল, "কিসের পালোয়ান? মানুষ কি বাঘের সাথে পারে? চল সকলে মিলিয়া দেখিয়া আসি।"

জঙ্গী বাঘ—সিঙ্গি বাঘ—মামদু বাঘ—হুতখুতে বাঘ—কুতকুতে বাঘ, সকল বাঘ তর্জন-গর্জন করিয়া সেই গাছের তলায় আসিয়া

www.banglabooks.tk

পৌঁছিল। একে ত রাত আন্ধারী, তার উপরে বাঘের হুঙ্কারী—অন্ধকারে জোড়া জোড়া বাঘের চোখ জ্বলিতেছে। তাই না দেখিয়া তাঁতী ত ভয়ে ভয়ে কাঁপিয়া অস্থির। নাপিত যত বলে, "তাঁতী! একটু সাহসে ভর কর!" তাঁতী ততই কাঁপে। তখন নাপিত দড়ি দিয়া তাঁতীকে গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল।"

কিন্তু তাহারা গাছের আগডালে আছে বলিয়া বাঘ তাহাদের নাগাল পাইতেছে না। তখন জাঁদরেল বাঘ আর সব বাঘদের বলিল, "দেখ্‌ তোরা একজন আমার পিঠে ওঠ—তার পিঠে আর একজন ওঠ—তার পিঠে আর একজন উঠ—এমনি করিয়া উপরে উঠিয়া হাতের থাবা দিয়া এই লোক দু'টিকে নামাইয়া লইয়া আয়।' এইভাবে একজনের পিঠে আর একজন তার পিঠে আর একজন করিয়া যেই উপরের বাঘটি তাঁতীকে ছুঁইতে যাইবে, অমনি ভয়ে ঠির ঠির করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দড়িসমেত তাঁতী ত মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। উপরের ডাল হইতে নাপিত বলিল, "তাঁতী! তুই দড়ি দিয়া মাটির উপর হইতে জাঁদরেল বাঘটিকে আগে বাধ, আমি উপরের দিক হইতে একটা এক টা করিয়া সবগুলি বাঘকে বাঁধিতেছি।"

এই কথা শুনিয়া নিচের বাঘ ভাবিল আমাকেই ত আগে বাঁধিতে আসিবে। তখন সে লেজ উঁচাইয়া দে দৌড়—তখন এ বাঘের উপর পড়ে ও বাঘ, সে বাঘের উপরে পড়ে আর এক বাঘ।

নাপিত উপর হইতে বলে, "জোলা মজবুত করিয়া বাঁধ—মজবুত করিয়া বাঁধ। একটা বাঘও যেন পলাইতে না পারে।" সব বাঘই তখন পালাইয়া সাফ।

www.banglabooks.tk

বাকী রাতটুকু কোন রকমে কাটাইয়া পরদিন সকাল হইলে তাঁতী আর নাপিত বন ছাড়াইয়া আর এক রাজার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজা রাজসভায় বসিয়া আছেন। এমন সময় নাপিত তাঁতীকে সঙ্গে লইয়া রাজার সামনে যাইয়া হাজির। "মহারাজ প্রণাম হই!"

রাজা বলিলেন, "কি চাও তোমরা?"

নাপিত বলিল, "আমরা দুইজন বীর পালোয়ান। আপনার এখানে চাকরি চাই।"

রাজা বলিলেন, "তোমরা কেমন বীর তা পরখ না করিলে ত চাকরি দিতে পারি না? আমার রাজবাড়িতে আছে দশজন কুস্তিগীর, তাহাদের যদি কুস্তিতে হারাইতে পার তবে চাকরি মিলিবে।"

নাপিত বলিল, "মহারাজের আশীর্বাদে নিশ্চয়ই তাহাদের হারাইয়া দিব।"

তখন রাজা কুস্তি পরখের একটি দিন স্থির করিয়া দিলেন। নাপিত বলিল, "মহারাজ! কুস্তি দেখিবার জন্য ত কত লোক জমা হইবে। মাঠের মধ্যে একখানা ঘর তৈরী করিয়া দেন। যদি বৃষ্টি-বাদল হয়, লোকজন সেখানে যাইয়া আশ্রয় লইবে।"

রাজার আদেশে মাঠের মধ্যে প্রকাণ্ড খড়ের ঘর তৈরী হইল। রাত্রে নাপিত চুপি চুপি যাইয়া তাহার ক্ষুর দিয়া ঘরের সমস্ত বাঁধন কাটিয়া দিল। প্রকাণ্ড খড়ের ঘর কোন রকমে খামের উপরে খাড়া হইয়া রহিল।

পরদিন কুস্তি দেখিতে হাজার হাজার লোক জমা হইয়াছে। রাজা আসিয়াছেন—রাণী আসিয়াছেন—মন্ত্রী, কোটাল, পাত্রমিত্র কেহ কোথাও বাদ নাই।

মাঠের মধ্যখানে রাজবাড়ির বড় বড় কুস্তিগীরেরা গায়ে মাটি মাখাইয়া লড়াইয়ের সমস্ত কায়দাগুলি ইস্তেমাল করিতেছে।

www.banglabooks.tk

এমন সময় কুস্তিগীরের পোশাক পরিয়া নাপিত আর তাঁতী মাঠের মধ্যখানে উপস্থিত। চারিদিকে লোকে তাহাদের দেখিয়া হাততালি দিয়া উঠিল।

নাপিত তখন তাঁতীকে সঙ্গে করিয়া লাফাইয়া একবার একদিকে যায় আবার ওদিকে যায়। আর ঘরের এক একখানা চালা ধরিয়া টান দেয়। হুমড়ি খাইয়া ঘর পড়িয়া যায়। সভার সব লোক অবাক।

রাজবাড়ির কুস্তিগীরেরা ভাবে, "হায় হায়, না জানি ইহারা কত বড় পালোয়ান। হাতের একটা ঝাঁকুনি দিয়া এত বড় আটচালা ঘরখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ইহাদের সঙ্গে লড়িতে গেলে ঘরেরই মত উহারা আমাদের হাত-পাগুলোও ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। চল আমরা পালাইয়া যাই।"

তাহারা পালাইয়া গেলে নাপিত তখন মাঠের মধ্যখানে দাঁড়াইয়া বুক ফুলাইয়া রাজাকে বলিল, "মহারাজ! জলদী করিয়া আপনার পালোয়ানদের ডাকুন। দেখি! তাহাদের কার গায়ে কত জোর।"

কিন্তু কে কার সঙ্গে কুস্তি করে? তাহারা ত আগেই পালাইয়াছে। রাজা তখন নাপিত আর তাঁতীকে তাঁর রাজ্যের সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন।

সেনাপতির চাকরি পাইয়া তাঁতী আর নাপিত ত বেশ সুখেই আছে। এর মধ্যে কোথা হইতে এক বাঘ আসিয়া রাজ্যে মহা উৎপাত লাগাইয়াছে। কাল এর ছাগল লইয়া যায়, পরশু ওর গরু লইয়া যায়, তারপর মানুষও লইয়া যাইতে লাগিল।

রাজা তখন নাপিত আর তাঁতীকে বলিলেন, "তোমরা যদি এই বাঘ মারিতে পার তবে আমার দুই মেয়ের সঙ্গে তোমাদের দুইজনের বিবাহ দিব।"

নাপিত বলিল, এ আর এমন কঠিন কাজ কি? তবে আমাকে পাঁচ মণ ওজনের একটি বড়শি আর গোটা আষ্টেক পাঁঠা দিতে হইবে।"

রাজার আদেশে পাঁচ মণ ওজনের একটি লোহার বড়শি তৈরী হইল। নাপিত তখন লোকজনের নিকট হইতে জানিয়া লইল, কোথায় বাঘের উপদ্রব বেশী, আর কোন্ সময় বাঘ আসে।

তারপর নাপিত সেই বড়শির সঙ্গে সাত-আটটা পাঁঠা গাঁথিয়া এক গাছি লোহার শিকলে সেই বড়শি আটকাইয়া একটা গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল। তারপর তাঁতীকে সঙ্গে লইয়া গাছের আগ-ডালে উঠিয়া বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে বাঘ আসিয়া সেই বড়শি সমেত পাঁঠা গিলিতে লাগিল। গিলিতে গিলিতে গলায় বড়শি আটকাইয়া গিয়া তর্জন-গর্জন করিতে লাগিল। সকাল হইলে লোকজন ডাকিয়া নাপিত আর তাঁতী লাঠির আঘাতে বাঘটিকে মারিয়া ফেলিল।

এ খবর শুনিয়া রাজা ভারী খুশী। তারপর ঢোল-ডগর বাজাইয়া নাপিত আর তাঁতীর সঙ্গে তাঁহার দুই মেয়ের বিবাহ দিয়া দিল। বিবাহের পরে বউ লইয়া বাসর ঘরে যাইতে হয়। তাঁতী একা বাসর ঘরে যাইতে ভয় পায়। নাপিতকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করে।

নাপিত বলে, "বেটা তাঁতী! তোর বাসর ঘরে আমি যাইব কেমন করিয়া? আমাকে ত আমার বউ-এর সঙ্গে ভিন্ন বাসর ঘরে যাইতে হইবে। তুই কোন ভয় করিস না। খুব সাহসের সঙ্গে থাকিবি।" এই বলিয়া তাহাকে বাসর ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিল।

বাসর ঘরে যাইয়া তাঁতী এদিকে চায়—ওদিকে চায়। আহা হা কত ঝাড়—কত লণ্ঠন ঝিকিমিকি জ্বলিতেছে। আর বিছানা ভরিয়া

www.banglabooks.tk

কত রঙের ফুল। তাঁতী কোথায় বসিবে তাহাই ঠিক করিতে পারে না। তখন অতি শরমে পাপোশখানার উপর কুচিমুচি হইয়া বসিয়া তাঁতী ঘামিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ বাদে হাতে পানের বাটা লইয়া, পায়ে সোনার নূপুর ঝুমুর ঝুমুর বাজাইয়া পঞ্চসখী সঙ্গে করিয়া রাজকন্যা আসিয়া উপস্থিত। তাঁতী তখন ভয়ে জড়সড়। সে মনে করিল, হিন্দুদের কোন দেবতা যেন তাহাকে কাটিতে আসিয়াছে। সে তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া রাজকন্যার পায়ে পড়িয়া বলিল, "মা ঠাকরুন। আমার কোন অপরাধ নাই। সকলই ঐ নাপতে বেটার কারসাজি।" রাজকন্যা সকলই বুঝিতে পারিল। কথা রাজার কানেও গেল। রাজা তখন তাঁতী আর নাপিতকে তাড়াইয়া দিলেন। নাপিত রাগিয়া বলে, "বোকা তাঁতী। তোর বোকামীর জন্য অমন চাকরিটাত গেলই - সেই সঙ্গে রাজকন্যাও গেল।" তাঁতী নাপিতকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তা গেল—গেল! চল ভাই, দেশে যাইয়া বউদের লাথি-গুতা খাই। সেত গা-সওয়া হইয়াই গিয়াছে। এমন সন্দেহ আর ভয়ের মধ্যে থাকার চাইতে সেই ভাল।"

———

www.banglabooks.tk

নবাব সাহেবের দুর্গাপূজা দর্শন

পশ্চিম ভারতে নবাব সাহেবের জমিদারী। সেখানে চাকরি করে কয়েকজন বাঙ্গালী হিন্দু। তাহারা বহুদিন বাংলাদেশ ছাড়িয়া আসিয়াছে।

সেবার আশ্বিন মাসে তাহারা ঠিক করিল, "এবার আমরা দুর্গাপূজা করিব।" বাংলাদেশ ছাড়া কোথাও দুর্গাপূজা হয় না। তাহারা বাংলাদেশ হইতে কুমার ডাকিয়া আনিয়া দুর্গা-প্রতিমা গড়াইল।

পূজার কয়েকদিন আগে তাহারা বলাবলি করিল, "দেখ রে, নবাব সাহেবের অধীনে আমরা চাকরি করি। তিনি এমন ভাল মানুষ। তাকে আমাদের পূজায় নিমন্ত্রণ করিব।"

যেই বলা, সেই কাজ। তাহারা তিন চারজনে যাইয়া নবাব সাহেবের সংগে দেখা করিল।

নবাব সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে বাঙ্গালী বাবুরা যে, তা কি মনে করিয়া?"

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "সামনের রবিবারে আমরা মায়ের পূজা করিব। তাই আপনাকে নিমন্ত্রণ দিতে আসিয়াছি।"

www.banglabooks.tk

নবাব সাহেব খুশী হইয়া বলিলেন, "তোমরা বাঙ্গালী বাবুরা খুব ভাল আদমী আছ? তোমরা মায়ের পূজা কর। মার চাইতে বড় দুনিয়ার আর কে আছে? আমি জরুর তোমাদের দাওয়াতে যাইব।"

শুভদিন শুভক্ষণে নবাব সাহেব একখানা লাঠি হাতে করিয়া বাঙ্গালী বাবুদের মায়ের পূজা দেখিতে আসিলেন। তাহারা অতি তাজিমের সঙ্গে নবাব সাহেবকে দুর্গা-প্রতিমার সামনে লইয়া গিয়া এটা-ওটা ভালমত বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

"এই যে আমাদের মা, তিনি দশহাতে দশদিক রক্ষা করিতেছেন। মায়ের দুই পাশে তাঁর দুই মেয়ে, লক্ষ্মী আর সরস্বতী।"

দেখিয়া নবাব সাহেব খুব খুশী। "তোমাদের মায়ের দুই বেটী ভারি খুবসুরৎ আছে। জেতা রহ বেটী, জেতা রহ।"

উৎসাহ পাইয়া তাহারা নবাব সাহেবকে আরও দেখাইল, লক্ষ্মী সরস্বতীর দুইপাশে কার্তিক আর গণেশ, মায়ের দুই ছেলে।

নবাব সাহেব বলিলেন, "এরা ত খুব বীর আছে। জেতা রহ, বেটা জেতা রহ।" এই বলিয়া নবাব সাহেব কার্তিক গণেশকে আশীর্বাদ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার নজর পড়িল দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে কালো একটা অসুর,—

নবাব সাহেব লাঠি দিয়া অসুরের মূর্তি দেখাইয়া বলিলেন, "এ বেটা কে আছে?"

বাঙ্গালীদের মধ্যে একজন বলিল, "এটি অসুর। অনেক অনেক বছর আগে এই অসুর দুনিয়ার উপরে বহু অত্যাচার করিত। তাহার অত্যাচারে মানুষ একেবারে অস্থির হইয়া পড়ে। আমাদের মা এই অসুরের সাথে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলেন।"

www.banglabooks.tk

নবাব সাহেবের রাগ এখন চরমে উঠিয়াছে, চক্ষু দুইটি লাল হইয়াছে। "এ বদমাস অসুর জানানা লোকের সাথ্‌ এখনও লড়াই করতে আছে। আরে বদমাস তোমার জান কবচ করে দেই।" বলিতে বলিতে নবাব সাহেব হাতের লাঠিখানা লইয়া দুই তিন

বাড়িতে অসুরের মূর্তিটা ভাঙিয়া ফেলিলেন।

দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে অসুরের মূর্তিও একটি অংশ। এটি না থাকিলে পূজা ঠিকমত হয় না। শুভ কাজের এই বাধায় সমস্ত বাঙ্গালীর মুখ কালো হইয়া উঠিল।

নবাব সাহেব ভাবিয়াছিলেন, বদমাস অসুরের মূর্তি ভাঙ্গিয়া তিনি বাঙ্গালীদিগকে খুব খুশী করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের কালো মুখ দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্যায়া, তোমরা বেজার হইয়াছে কেন?"

www.banglabooks.tk

বাঙ্গালীর হাসির গল্প- জসীম উদ্‌দীন

বাঙ্গালীদের মধ্যে একজন হাত জোড় করিয়া বলিল, "নবাব সাহেব! আপনি মূর্তির একটি অংশ ভাঙ্গিয়াছেন বলিয়া এটি দিয়া আমাদের পূজা হইবে না।"

নবাব সাহেব তখন পকেট হইতে হাজার টাকার একখানা নোট ফেলিয়ে দিয়া বলিলেন, "এই টাকা দিয়া ফির মূর্তি বানাও কিন্তু ওই বদমাস অসুরকে না বানাও, ও পুরুষ হয়ে জানানার সাথ্‌ লড়াই করতে আসে।"

হাজার টাকা পাইয়া বাঙ্গালী বাবুরা খুশী। বাংলাদেশ হইতে আনান কুমার তখনও দেশে ফিরে নাই। তাড়াতাড়ি তা'কে ডাকিয়া ভাঙা প্রতিমাটি আবার নুতন করিয়া জোড়া দেওয়াইল। অসুর না হইলে ত পূজা হয় না। কুমারকে বলিয়া তাহারা দুর্গার পাশে এতটুকু একটা অসুর গড়াইয়া লইল। সেটি এত ছোট যে নবাব সাহেবের নজরে আসিবে না। ভাঙ্গা প্রতিমা জোড়া দিতে তাহাদিগকে কুমারকে আরও চার পাঁচ টাকা বেশী দিতে হইল। নবাব সাহেবের দেওয়া সেই হাজার টাকার কতক দিয়া তাহারা দুই দিন যাত্রাগান শুনিল, আর বাকী টাকা দিয়া সন্দেশ-রসগোল্লা কিনিয়া ছেলেমেয়ে-বউ-ঝি লইয়া মহা আনন্দে ভুরি ভোজন করিল।

---

www.banglabooks.tk

অনুস্বার বিসর্গ

একজনের দুই জামাই। বড় জামাই সংস্কৃত পড়িয়া মস্তবড় পণ্ডিত। ছোট জামাই মোটেই লেখাপড়া জানে না। তাই বড় জামাই যখন শ্বশুর বাড়ী আসে তখন সে আসে না।

সেবার পূজার সময় শ্বশুর ভাবিলেন, দুই জামাইকে একত্র করিয়া ভালমত খাওয়াই। তা ছাড়া তাদের দুইজনের সঙ্গে ত আলাপ পরিচয় থাকা উচিত। কিন্তু বড় জামাইর কথা শুনিলে ছোট জামাই আসিবে না। তাই বড় জামাইর আসার কথা গোপন করিয়া ছোট জামাইকে নিমন্ত্রণ দিল।

ছোট জামাই শ্বশুর বাড়ী আসিয়া শুনিল বড় জামাইও আসিতেছে। হায়! হায়! কি করিয়া সে বড় জামাইর সংগে কথাবার্তা বলিবে! সে শুনিয়াছে বড় জামাই সংস্কৃত ছাড়া কথাই বলে না। বড় জামাই তখন বাড়ির সামনে আসিয়া পড়িয়াছে; শালা শালীদের মুখে এই খবর শুনিয়া ছোট জামাই ভয়ে খাটের তলায় যাইয়া লুকাইয়া রহিল।

বড় জামাই আসিয়া শালা-শালীদের সঙ্গে সংস্কৃতে কথা বলিতে লাগিল। শালা-শালীরাও দুই এক কথায় সংস্কৃতেই তাহার উত্তর দিতেছিল। সংস্কৃত ভাষায় প্রায় প্রতি শব্দেই একটা অনুস্বার বা

www.banglabooks.tk

বিসর্গ থাকে। বড় জামাইর মুখে সংস্কৃত শুনিয়া সে ভাবিল, অনুস্বার বিসর্গ দিলেই যদি সংস্কৃত হয় তবে সে খাটের নীচে বসিয়া আছে কেন?

সে খাটের তলা হইতে বলিয়া উঠিল—

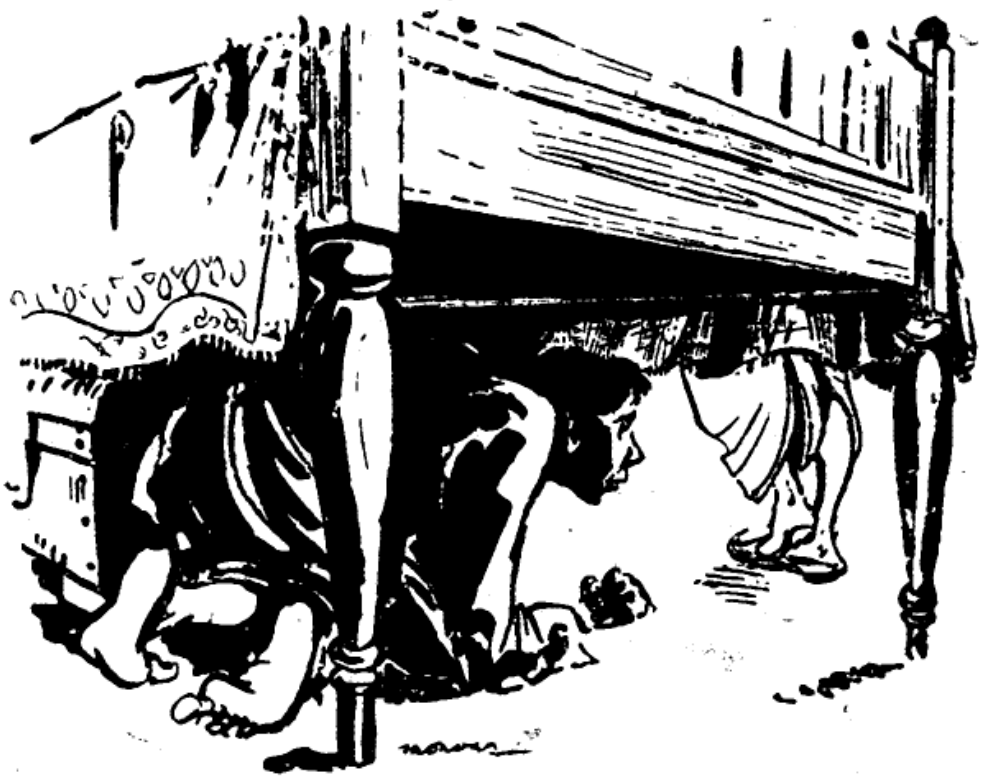

"অনুস্বরং দিলেং যদি সংস্কৃত হং
তবেং কেনং ছোটং জামাইয়ং খাটেরং তলেং রং?"

শুনিয়া শালা-শালীরা তাহাকে খাটের তলা হইতে উঠাইয়া আনিল। ছোট জামাইর সংস্কৃত শুনিয়া বড় জামাই মৃদু হাসিল।

———

www.banglabooks.tk

টিপ্‌টিপানী

এক তাঁতী। তাঁত চালাইয়া পেটের ভাত জোটে না। কাপড় বুনাইয়া যা লাভ হয়, সুতার দাম দিতে দিতেই তার প্রায় সবটা খরচ হইয়া যায়। তাঁতী ভাবিল, তাঁত-খুঁটি বেচিয়া যদি একটি ঘোড়া কিনিতে পারি তবে ঘোড়ায় করিয়া বেপারীদের মাল এ বাজারে ও বাজারে লইয়া গিয়া বেশ কিছু উপার্জন করিতে পারিব।

তাই সে তিন টাকায় তাঁত-খুঁটি বেচিয়া হাটে আসিল ঘোড়া কিনিতে। কিন্তু একটা ঘোড়ার দাম দুই শ' তিন শ' টাকা। তিন টাকায় কে তাহার কাছে ঘোড়া বিক্রি করিবে? তখন সে ভাবিল, তিন টাকা দিয়া সে একটি ঘোড়ার বাচ্চা কিনিবে; কিন্তু একটা ঘোড়ার বাচ্চার দামও তিরিশ চল্লিশ টাকার কম না। তার টেঁকে আছে মাত্র তিনটি টাকা। ভাবিল যদি সে একটি ঘোড়ার ডিম কিনিতে পারে, সেই ডিম হইতে ঘোড়ার বাচ্চা হইবে। একটা ঘোড়ার ডিমের দাম আর কত হইবে? নিশ্চয় তিন টাকার বেশী নয়।

কিন্তু ঘোড়ার কি কখনো ডিম হয়? সে ঘোড়া-ওয়ালাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে, "তোমাদের কাছে ঘোড়ার ডিম আছে?" তাহারা

www.banglabooks.tk

হাসিয়া কেহ তাহার গায়ে কুটা ছড়াইয়া দেয়—কেহ বালু ছড়াইয়া দেয়। কিন্তু তাঁতী ঘোড়ার ডিম না কিনিয়া কিছুতেই বাড়ি ফিরিবে না। সে যাহাকে দেখে তাহাকেই ঘোড়ার ডিমের কথা জিজ্ঞাসা করে।

আগেকার দিনে হাটে বাজারে কতগুলি ট্যাটন থাকিত। তাহারা লোক ঠকাইয়া বেড়াইত।

ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁতী এক ট্যাটনের কাছে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কাছে ঘোড়ার ডিম আছে।" ট্যাটন বলিল, 'আছে। দাম পাঁচ টাকা।"

তাঁতী তাহার হাতখানা ধরিয়া অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল, "ভাই! আমার কাছে মাত্র তিনটি টাকা আছে। ইহা লইয়াই তোমার ঘোড়ার ডিমটি আমাকে দাও।"

ট্যাটন একটি পাকা বাঙ্গী আনিয়া তাঁতীকে দিয়া বলিল, "এটিকে তাড়াতাড়ি বাড়ি লইয়া যাও। ফাটিলেই ইহার ভিতর হইতে ঘোড়ার বাচ্চা বাহির হইবে।"

তিন টাকা দিয়া বাঙ্গীটি কিনিয়া তাঁতী হনহন করিয়া বাড়ির দিকে চলিল।

খানিকদুরে আসিয়া তাঁতী সামনে দেখিল একটি পুকুর। সে বাঙ্গীটি এক জায়গায় রাখিয়া মুখহাত ধুইতে সেই পুকুরে পানিতে নামিল।

এর মধ্যে বাঙ্গীটি ফাটিয়া গিয়াছে। ফাটা বাঙ্গীর গন্ধ পাইয়া এক শেয়াল আসিয়া সেই বাঙ্গী খাইতে লাগিল। মুখহাত ধুইয়া আসিয়া তাঁতী অবাক হইয়া দেখিল, তাহার ঘোড়ার ডিম ফাটিয়া

www.banglabooks.tk

বেশ বড়সড় একটা বাচ্চা বাহির হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি দড়ি লইয়া শেয়ালের পিছে পিছে দৌড়। কিন্তু মানুষ শেয়ালের সঙ্গে দৌড়াইয়া পারিবে কেন? শেয়াল দৌড়াইয়া এক জঙ্গলের ভিতর ঢুকিল।

তখন রাত্র হইয়াছে। চারিদিকে অন্ধকার। এখন বাড়ী ফিরিয়া যাওয়াও মুস্কিল। সেই জঙ্গলের ধারে ছিল এক বুড়ির বাড়ি। তাঁতী বুড়ীকে যাইয়া বলিল, "বুড়িমা! আজকার রাতের মত আমাকে তোমার বাড়িতে থাকিতে দিবে?"

বুড়ী ভাল লোক। তাঁতীকে থাকিবার জন্য কাছারী ঘরে কাঁথা-বালিশ আনিয়া দিল।

কিন্তু তাঁতীর আর ঘুম আসে না। সে দড়িকাছি হাতে লইয়া জাগিয়া বসিয়া রহিল। যদি তার ঘোড়ার বাচ্চা এই পথ দিয়া যায়, তাড়াতাড়ি তাহার গলায় দড়ি লাগাইয়া টানিয়া ধরিয়া রাখিবে।

শেষরাত্রে টিপ্‌টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল। এমন সময় এক বাঘ আসিয়া ঘরের পিছনে ওৎ পাতিয়া বসিল। বাঘ সুযোগ খুঁজিতেছিল কি করিয়া একলাফে যাইয়া তাঁতীকে খাইয়া ফেলিবে।

অন্ধকারে সব ত ভালমত চেনা যায় না! তাঁতী ভাবিতেছিল, ওই বাঘটিই তাহার ঘোড়ার বাচ্চা। সে দড়ি হাতে লইয়া বসিয়া বসিয়া ফন্দী আঁটিতেছিল কি করিয়া তার ঘোড়ার বাচ্চাটিকে বাধিয়া ফেলিবে।

বুড়ীর এক নাতনী বুড়ীর সঙ্গে ঘুমাইত। সে জাগিয়া উঠিয়া বলিল, "দাদী, ওই ঘরে আমার পুতুল আছে শিগ্‌গীর আনিয়া দাও।"

দাদী বলিল, "একে ত বাঘের ভয়। তার উপরে টিপ্‌টিপানী! এখন ঘুমাইয়া থাক। সকাল হইলেই তোর পুতুল আনিয়া দিব।"

www.banglabooks.tk

বুড়ীর কথা শুনিয়া বাঘের আক্কেল গুড়ুম। টিপ্‌টিপানী অর্থে বুড়ী বলিয়াছিল টিপ্‌টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়ার কথা। বাঘ ভাবিল টিপ্‌টিপানি যেন কি এক জন্তু। বাঘের চাইতেও জোরওয়ার! বাঘ তখন লেজ উঁচাইয়া দে দৌড়। তাঁতী মনে করিল ঘোড়ার বাচ্চা পালাইয়া যায়। সে পিছে পিছে দৌড়াইয়া একেবারে বাঘের পিঠে উঠিয়া সোয়ার হইয়া বসিল। বাঘ মনে করিল, সেই

টিপ্‌টিপানী বুঝি তাহার পিঠে আসিয়া বসিয়াছে। তখন সে প্রাণের ভয়ে দৌড়াইয়া এদিকে যায়—ওদিকে যায়। তাঁতী আরও শক্ত করিয়া দুই হাতে বাঘের ঝুটি ধরিয়া রাখে। কিছুতেই বাঘ তাহাকে পিঠ হইতে নামাইতে পারে না। এমনি করিয়া ভোর হইল। চারিদিক

www.banglabooks.tk

আলো হইল। তাঁতী দেখিল, সর্বনাশ, এ-ত তাহার ঘোড়ার বাচ্চা নয়,—বাঘ! তখন ভয়ে তাঁতী কাঁপিতে লাগিল। বাঘ কিন্তু আগের মতই এদিকে দৌড়াইতেছে, ওদিকে দৌড়াইতেছে। এইভাবে বাঘ যখন একটি বড় গাছের তলায় আসিয়াছে তাঁতী তখন লাফ দিয়া গাছের ডালে গিয়া উঠিল। বাঘ উঠি ত পড়ি, পড়ি ত উঠি করিয়া দৌড়াইয়া পালাইল।

এদিকে হইয়াছে কি, বাঘ যাইয়া তার দলের আর সব বাঘকে বলিল, "এই বনে টিপ্‌টিপানী আসিয়াছে। আজ সারারাত আমার পিঠে চড়িয়া আমাকে হয়রান করিয়াছে। তোমরা সকলে সাবধানে চলাফেরা করিবে, টিপ্‌টিপানী যেন না ধরে। সে এখন গাছের উপর বসিয়া আছে।"

শুনিয়া যে দলের বুড়ো বাঘ সে বলিল, "আমরা বাঘ, বনের সব চাইতে জোরওয়ার। আমাদের চাইতে জোরওয়ালা আবার কে আসিল? চল ত দেখিয়া আসি, কেমন সেই টিপ্‌টিপানী!"

এড়ে বাঘ, হেড়ে বাঘ, ধেড়ো বাঘ, কুতকুতানি বাঘ, মিন্‌মিনানি বাঘ, ছরো বাঘ, কেশোবাঘ, সব বাঘ একত্র হইয়া কেউ কাঁথামুড়ি দিয়া, কেউ মাথায় ভাংগা হাঁড়ির টোপর পরিয়া, সেই গাছের তলায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বুড়োবাঘ নজর করিয়া দেখিল সেই গাছের উপরের ডালে জোলা দড়ি হাতে লইয়া বসিয়া আছে।

কিন্তু অত উপরের ডাল ত বাঘের নাগালের বাইরে। তখন সেই বুড়োবাঘ, তার কাঁধে একটা বাঘ, সেই বাঘের কাঁধে আর একটা বাঘ তার কাঁধে আর একটা বাঘ উঠিয়া, শেষ বাঘটা যখন জোলাকে ছুঁইছুই

www.banglabooks.tk

তখন ভয়ে জোলা দড়িসমেতে গাছ হইতে গিয়াছে পড়িয়া। নীচের বুড়োবাঘ ভাবিল, টিপ্‌টিপানী বুঝি আমাকে দড়ি দিয়া বাঁধিতে আসিয়াছে। সে তখন উঠিয়া পড়িয়া দৌড়। সঙ্গে সঙ্গে তার কাঁধের উপর হইতে আর আর বাঘগুলি হুড়্‌ম-দাড়্‌ম করিয়া পড়িয়া গেল। তাহারাও বুড়োবাঘের সঙ্গে দৌড়াইয়া পালাইল। তাঁতী কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ির পথে পা বাড়াইল।

---

www.banglabooks.tk